তারিখ ... 11 AUG 1997
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪ ......

দৈনিক জনকণ্ঠ

27

গাজীপুরে মাদ্রাসা প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে কয়েক লাখ টাকা দুর্নীতির অভিযোগ

গাজীপুর, ১০ আগস্ট (নিজস্ব সংবাদদাতা) ।— গাজীপুরের একটি মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে ভুয়া শিক্ষক ও কর্মচারীর নামে বেতন উত্তোলনসহ কয়েক লাখ টাকা আত্মসাতের ব্যাপক অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অভিযোগে প্রকাশ, গাজীপুর সদর থানার খাতিয়া বন্দান ইসলামিয়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল একটি প্রভাবশালী মহলের সঙ্গে যোগসাজশ করে দীর্ঘদিন যাবত ভুয়া ৬ জন শিক্ষক ও ৫ জন তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর নামে সরকারী তহবিল থেকে বেতন ও অন্য ভাতাদি উত্তোলন করে তা আত্মসাত করছেন। এছাড়াও তার বিরুদ্ধে সরকারী-বেসরকারীভাবে বিভিন্ন অনুদান, চাঁদা এবং মাদ্রাসার জমিতে উৎপাদিত বাঁশ, কাঁঠাল ও ফসলসহ নানা খাতে প্রতি বছরে প্রায় দেড় লক্ষাধিক টাকা আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে। এই অর্থ ও সম্পদের হিসাব মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কাছে নেই।

তথ্যানুসন্ধানে দেখা গেছে, ভুয়া শিক্ষকদের মধ্যে একজন বর্তমানে চাঁদপুর জেলার ফরিদগঞ্জ আলিয়া মাদ্রাসায় কর্মরত, আরেকজন দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গেছে। অন্য একজনের নামে একই সঙ্গে সহকারী শিক্ষক ও করণিক হিসাবে দু'টি খাত থেকে বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করা হচ্ছে। এছাড়া অপর তিন শিক্ষক কখনও উক্ত মাদ্রাসায় চাকরি করেননি। তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর ৫ কর্মচারী ও মাদ্রাসায় নিয়োজিত নয়। অথচ উক্ত শিক্ষক ও কর্মচারীদের নামে বেতন-ভাতাদি উত্তোলন করে তা আত্মসাত করা হয়েছে। যার পরিমাণ প্রায় ৭ লাখ টাকা হবে বলে জানা গেছে।

ইতোমধ্যে মাদ্রাসার নামে সরকারী তহবিল থেকে ৪৫ হাজার টাকা অনুদান দেয়া হলেও তার কোন হিসাব পাওয়া যাচ্ছে না। এমনিভাবে মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল ভুয়া ভাউচার ও জালিয়াতির মাধ্যমে প্রতিবছর কয়েক লাখ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে বলে মাদ্রাসার অধিকাংশ শিক্ষক ও অভিভাবক জানান।

উল্লেখ্য, একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে ইতোপূর্বে দুর্নীতি দমন বিভাগ তদন্ত করে এই প্রতিষ্ঠানে জালিয়াতির প্রমাণ পায়। তদন্তের ভিত্তিতে উক্ত প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে জেলা ও দায়রা জজ আদালতে একটি মামলা হয়। পরে দীর্ঘদিন কারাবাসের পর সরকারী অর্থ ফেরত প্রদান ও ভবিষ্যতে দুর্নীতি না করার অঙ্গীকারে প্রিন্সিপাল জামিন লাভ করেন।

জামিন পেয়েই তিনি তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ধামাচাপা দেয়ার জন্য তদ্বির শুরু করেছেন বলে জানা গেছে। তিনি অভিযোগগুলোকে ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন।